নারীর উপার্জন : অর্থ-অনর্থ

● আহমেদ বায়েজীদ

একজন কর্মজীবী নারী একই সঙ্গে সংসার ও অফিস দুই ক্ষেত্রেই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি তার উপার্জিত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সংসার পরিচালনায়। সংসার সামলেই তাকে চাকরি করতে হয়। তাই কায়িক শ্রম ও আর্থিক সহযোগিতা এই দু-ভাবেই তার অবদান থাকে সংসারে। কিন্তু আমাদের সমাজ কতখানি মূল্যায়ন করে এই পরিশ্রমী ও দায়িত্বসচেতন নারীদের? অনেক ক্ষেত্রেই তারা পান না ন্যায্য সম্মান ও তার কাজের মূল্যায়ন। আয় করেন অথচ ভোগ করতে পারেন না খরচের স্বাধীনতা। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের থাকতে হয় স্বামী কিংবা সংসারের অন্যদের আজ্ঞাবহ হয়ে। নিজে উপার্জন করে উপার্জনের টাকা নিজের খুশিমতোই খরচ করার বাসনা সবারই থাকে। কিন্তু সেটা কি সবাই পায়? আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারীকে এ ব্যাপারে স্বামীদের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে হয়। কিংবা স্বামীর হাতে পুরো মাসের উপার্জন তুলে দিয়ে তার আজ্ঞাবহ হয়ে চলতে হয়। উপার্জনকারী হিসেবে আমাদের সমাজের নারীদের এই স্বাধীনতা কতখানি?

মেহেরুন্নেছা সুখী পেশায় একজন স্কুলশিক্ষিকা। শিক্ষিত এবং সচেতন নারী হিসেবে পড়াশোনা শেষ করে নিজের ইচ্ছায় পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। তার স্বামী একটি দেশি গ্রুপ অব কোম্পানির কর্মকর্তা। স্বামীরও পূর্ণ সম্মতি ছিল তার চাকরি করার সিদ্ধান্তে।

মেহেরুন্নেছা বলেন, 'আমি পার্সোনালি এ ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করছি। আমার সৌভাগ্য যে, হাজব্যান্ড বা শ্বশুরবাড়ির অন্যরাও এ ব্যাপারে খুব সচেতন, তাই এদিক থেকে আমি খুব ভালো আছি বলতে পারেন। পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে কেউ একজন শিক্ষিত নারীর প্রতি অযাচিত হস্তক্ষেপ করবে না। আমার ক্ষেত্রেও তাই সেটা হয় না। আর খরচের ব্যাপারেও আমি এমন কিছু করতে চেষ্টা করি না যেটা দৃষ্টিকটু হয়।

দুজনের আয়েই তো সংসার চলে, তাই খরচটাও পরামর্শ করে করি। এই যেমন কোনো উৎসবে আমার টাকায় যদি আত্মীয়-স্বজনের জন্য উপহার কিনলাম, তাহলে তার টাকায় হয়তো বাজার-সদাই করি।' তবে নিজের অবস্থা-অবস্থান যা-ই হোক সমাজের বাস্তব চিত্রটাও তার অগোচরে নেই। জানালেন তার আশপাশেই এমন অনেক কর্মজীবী নারী আছেন যারা স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না। স্বামীদের ইচ্ছায় তাদের জীবনযাপন করতে হয়।

অনেককে আবার চাকরি করা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের নানা কটু কথা সহ্য করতে হয়। তাদের বক্তব্য নারীরা চাকরি করলে সংসার ঠিক থাকে না, সন্তান মানুষ হয় না ইত্যাদি। একজন গৃহিণী বললেন, 'জানেন আমার একদম আশপাশে এমন অনেক নারী আছেন যারা স্বাবলম্বী হওয়ার পরও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন না। এমনকি নিজের বেতনের টাকা থেকে একটি টাকাও নিজের পছন্দমতো খরচ করতে পারেন না। মাসের শেষে বেতনের পুরো টাকাটা তুলে দিতে হয় স্বামীর হাতে।'

স্ত্রীদের প্রতি পুরুষের এমন দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ব্যথিত করে। আর দশজন সচেতন নারী-পুরুষের মতোই পরিবর্তন চান এমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির। এই সমস্যার আসলে সচেতনতা আর জ্ঞান বৃদ্ধি ছাড়া দূর করার কোনো পথ নেই বলেও মনে করেন। 'সচেতন হওয়া ছাড়া এই সমস্যার কোনো ওষুধ নেই। মানুষ সচেতন হলেই এই অবস্থার পরিবর্তন আসবে। অজ্ঞতাও একটা বিরাট সমস্যা, অনেক পুরুষ মনে করেন নারীরা তাদের আজ্ঞাবহ দাস। তাদের ইচ্ছা-পছন্দ থাকতে নেই। তাই তারা এমন শাসকসুলভ আচরণ করেন।' তবে শুধু পুরুষতান্ত্রিকতাই এর জন্য দায়ী নয়। পাশাপাশি নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ নিজের এমন অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারেন সেটাও ফুটে ওঠে 'যে কোনো সমস্যাতেই দুই পক্ষের কিছু না কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। উপার্জন করি বলেই আমি যা খুশি তা করতে পারি না। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে চলার প্রবণতা সবার থাকা উচিত। অনেক নারী স্বাবলম্বী হলেই স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করেন। কেউ এমন কিছু করেন যেটা তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন পছন্দ করেন না। অনেকেই সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু এমন কিছুও করে বসেন, তবে সবাই না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তখনই তাদের ওপর এই খড়্গ নেমে আসে।'

নারীদের দিক থেকেইবা এই সমস্যার সমাধানে করণীয় কী সে কথাও উঠে আসে আলাপচারিতায়। বললেন নারীদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় সে বিষয়েও। অনেক নারী আবার নিজের ভুলের কারণে এসব সমস্যায় পড়েন বলেও মনে করেন এই শিক্ষিকা।

'আমি আমার উপার্জনের টাকা স্বাধীনভাবে খরচ করি, তার মানে এই নয় যে, যা খুশি তাই করি। বরং এই ক্ষেত্রে আরো বেশি দায়িত্ববান, আরো বেশি সচেতন থাকার চেষ্টা করি যাতে কোনো ভুল না হয়। এই যেমন প্রতি ঈদ উৎসব আমার টাকায় যখন শ্বশুরের জন্য নতুন পোশাক কিনি তখন তার অভিব্যক্তিটা হয় দেখার মতো। তার ছেলে হয়তো তাকে সব সময়ই দিয়ে আসছে, কিন্তু পুত্রবধূর কাছ থেকে পাওয়ার আনন্দটা সে পেত না। এই রকম আরো অনেক বিষয় সচেতনভাবে দেখভাল করতে হয়। স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি।

বিশেষ ক্ষেত্রে দরকার মনে করলে পরামর্শ করে নেই। আসলে অবস্থা বুঝে মানিয়ে চলার চিন্তাটা সবার থাকা উচিত। আর একজন শিক্ষিত নারীকে অবশ্যই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তার যে একটা পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছে এসব থাকতে পারে সেটাও কৌশলে স্বামীকে বোঝাতে হবে।' ■